যুগান্তর

তারিখ 03 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

নোংরা শিক্ষক রাজনীতির শিকার চবির এক নিরীহ ছাত্রী

হামিদ উল্লাহ, *চট্টগ্রাম ব্যুরো*

নোংরা শিক্ষক রাজনীতির অশুভ পরিণতিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাজীবন শেষ করার আগেই বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে এক ছাত্রী। আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ওই ছাত্রীর সঙ্গে একই বিভাগের জনৈক শিক্ষকের অবৈধ সম্পর্ক আছে বলে প্রচার করে এক দল শিক্ষক এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য প্রশাসনকে প্রচণ্ড চাপ দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিষয়টি তদন্ত করে কোন সত্যতা খুঁজে পায়নি। কিন্তু এর মধ্যেই এক দল শিক্ষক ও তাঁদের অনুগত ছাত্রদের অব্যাহত বিরূপ প্রচারণার কারণে ওই ছাত্রী ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে গেছে। সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন হয়েছেন কথিত অভিযোগে নির্দোষ শিক্ষক। তিনিও ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত প্রায়।

জানা যায়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বিএনপি ও জামায়াতপন্থী সাদা দলের শিক্ষকদের একক আধিপত্য রয়েছে। এর মধ্যে অভিযুক্ত শিক্ষক আওয়ামীপন্থী বলে পরিচিত। কুচক্রীরা এ মর্মে গুজব ছড়ায় যে, ওই শিক্ষকের সঙ্গে কথিত ছাত্রীর অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। ওই শিক্ষকের ছাত্রীটি অভিযোগ করে আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র আবদুর রহমান প্রেমনিবেদন করে ব্যর্থ হলে তার বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত হয়। বিভাগের জামায়াতপন্থী শিক্ষকরা তাকে সহায়তা করেন। আবদুর রহমান একজন শিবির নেতা। ছাত্রশিবিরের সহায়তায় টাঙ্গাইল ছাত্রফোরাম নামে একটি সংগঠন বিচারের দাবিতে ক্যাম্পাসে নিয়মিত মিছিল-সমাবেশ করে।

অভিযোগটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিস থেকে উপাচার্যকে জানানো হলে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ইতিমধ্যে মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন নামে এক শিবির নেতা ছাত্রীটির চাচা পরিচয় দিয়ে হাটহাজারী থানায় শিক্ষকের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা দায়ের করে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিটি ও থানা কর্তৃপক্ষ পৃথক পৃথকভাবে তদন্ত করে অভিযোগের পক্ষে কোন সত্যতা খুঁজে না পাওয়ায় অভিযুক্ত শিক্ষককে নির্দোষ বলে ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে হাটহাজারী থানা পুলিশ মিথ্যা মামলার বাদী সাখাওয়াত হোসেনকে খুঁজছে।

অন্যদিকে ছাত্রীটি ইতিমধ্যে শিক্ষাজীবন শেষ না করে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেছে। তদন্ত কমিটির কাছে এক লিখিত আবেদনে তার বিরুদ্ধে মানহানিকর প্রচারণার জন্য সে সাবেক উপাচার্য প্রফেসর মোঃ ফজলী হোসেন, সাবেক প্রক্টর প্রফেসর আবদুল হাকিম ও বিভাগের কয়েকজন শিক্ষককে অভিযুক্ত করে। দরিদ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কন্যা হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়ে সে বলে, শিক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে সে সুবিচার পায়নি। উপরন্তু তার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে বিপর্যস্ত করেছেন পিতৃতুল্য শিক্ষকরা।